THE EXPLOITS OF
SHERLOCK HOLMES

অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার

আবার শার্লক হোমস

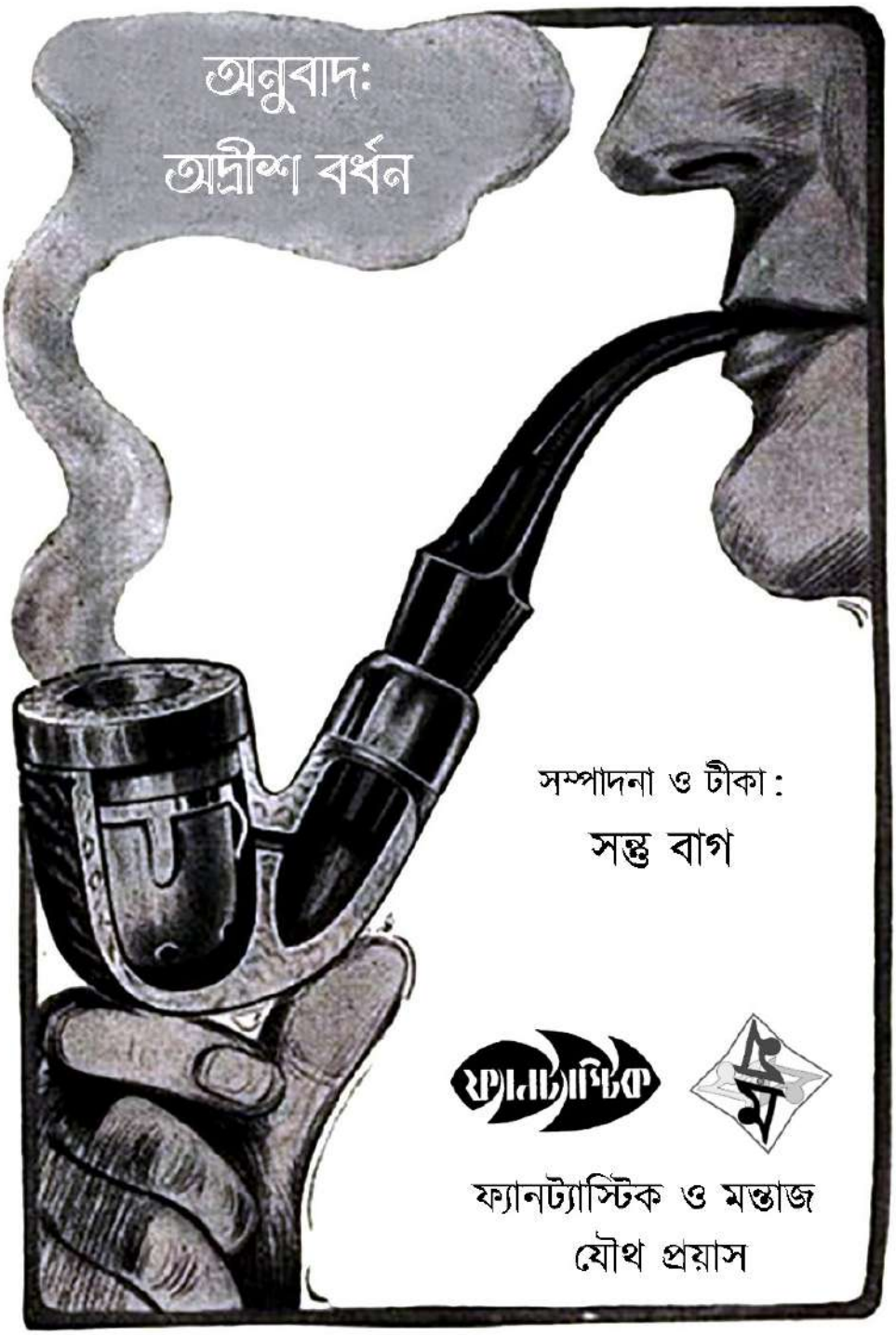

সম্পাদনা ও টীকা :
সন্তু বাগ

ফ্যানট্যাস্টিক ও মন্তাজ
যৌথ প্রয়াস

ভূমিকা

অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল স্যার আর্থার কন্যান ডয়ালের ছোটো ছেলে এবং স্যার আর্থারের সাহিত্য বিষয়ক সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। বাবা-র নিকট সান্নিধ্যে থেকেছেন, ভিক্টোরিয় যুগের প্রথায় মানুষ হয়েছেন, বাবা-র মতোই অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। শার্লক হোমসের বীরধর্ম তাঁর মধ্যেও আছে। বাবা যে টেবিলে লিখতেন, সেই টেবিলেই শার্লক হোমসের আরও বারোটা নতুন কাহিনি রচনা করেছেন অ্যাড্রিয়ান। চারপাশে থেকেছে সেই সব বস্তু যাদের সাহায্য নিয়েছিলেন স্যার আর্থার পৃথিবীর সবচেয়ে নামি গোয়েন্দার কীর্তি রচনার সময়ে। শার্লক হোমসের আরও কিছু কীর্তির আভাস স্যার আর্থার রেখে গেছিলেন ৫৬টা ছোটোগল্প আর ৪টে উপন্যাসের মধ্যে। সেই আভাস-সূত্র অবলম্বন করে বারোটি অনবদ্য নতুন কাহিনির আইডিয়া এসেছিল অ্যাড্রিয়ানের মাথায় এবং তিনি সেগুলি লিখেছিলেন স্যার আর্থারের মেজাজে। প্রথম ছ-টি গল্পে ওঁকে সাহায্য করেছিলেন জন ডিকসন কার—আমেরিকার পয়লা সারির গোয়েন্দা কাহিনি লেখক—যিনি ৫৯টা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে জগৎ কাঁপিয়েছিলেন। বারোটি নতুন গল্পের শেষে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন অ্যাড্রিয়ান বাবা-র লেখা কাহিনি থেকে। স্যার আর্থার আরও অ্যাডভেঞ্চারের আভাস রেখে গেছিলেন, সময় পেলে হয়তো তা নিয়ে গল্পও লিখতেন—সুযোগ্য পুত্র সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

বারোটি গল্প যেন গোয়েন্দা-সাহিত্য বারোটি জহরৎ। বিগত যুগের পরিবেশ, শার্লক মেজাজ আর ঘরানা সুস্পষ্ট প্রতিটি গল্পে। এক ডজন গল্প সমন্বিত বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। নাম The new Exploits of Sherlock Holmes; মূল শার্লক অমনিবাস যাঁরা রেখেছেন বাড়ির লাইব্রেরিতে, এই বইটি তারা অবশ্যই সংগ্রহ করবেন, এমন আশা করা যাচ্ছে।

সূচিপত্র

অ্যাড্রিয়ান কল্যান ডেয়াল ও জেন ডিকসন কার লিখিত

সপ্ত ঘড়ির অ্যাডভেঞ্চার	১১
কাঞ্চন যন্ত্রের কাহিনি	৩৯
জুয়াড়ি মোমমূর্তি	৬০
ছাতা-পূজারির অ্যাডভেঞ্চার	৮৩
অদৃশ্য ছোরার কারসাজি	১১২
কিউরিও কক্ষের রহস্য	১৩২

অ্যাড্রিয়ান কল্যান ডেয়াল লিখিত

জল্লাদের কুঠার	১৪৯
পদ্মরাগ প্রহেলিকা	১৬৭
মারণপরি কাহিনি	১৮৭
কুটিলা কামিনীর কাহিনি	২০৪
শঙ্কার ডঙ্কা রহস্য	২২১
লোহিত বিধবার রহস্য	২৪৪

সপ্ত ঘড়ির অ্যাডভেঞ্চার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেভেন ক্লকস]

নোটবই খুলে তারিখটা দেখলাম। ১৬ নভেম্বর, ১৮৮৭। অত্যাশ্চর্য একটা কেসে বন্ধুবর শার্লক হোমস মন দিয়েছিল ওই দিন অপরাহ্ণে। কেসটা যে ভদ্রলোককে নিয়ে, তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না ঘড়ি-যন্ত্র।

শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা কাহিনি-নিচয়ের মধ্যে কোনো এক জায়গায় আবছাভাবে উল্লেখ করেছিলাম এই ঘটনার—বিশদ বিবরণে যেতে না পারার কারণ আছে—তখন আমার সবে বিয়ে হয়েছিল। 'বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি'তে আমি তো লিখেইছিলাম, বিয়ের পর থেকেই হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছিল আমার। নিজের সংসার আর আলাদা ঘর নিয়েই তখন আমি মশগুল।

তা ছাড়া, আমার বন্ধুটিকে হিসেবি মন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টির একটা যন্ত্র বললেই চলে। ভাবালুতা নাকি বিচারশক্তি ঘুলিয়ে দেয়। এই যে কেসটা নিয়ে লিখতে বসেছি, এক্ষেত্রে আর একজনের সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপারটা আমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হয়েছিল। কুণ্ঠা ছিল সেই কারণেই—কলম ধরে যেন তাঁকে আঘাত দিয়ে না ফেলি, বিষয়টাকে চুলচেরা চোখে যেন দেখি, চাঞ্চল্যকর করে তোলার চেষ্টা না করি—আমার কলমকে বরাবর এইভাবে সংযত রেখে

লম্ফ, গ্যাস-জেট আর অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল সর্বক্ষণ। সেই আলোয় চকচক করছিল ব্রেকফাস্ট টেবিল।

দিয়েছিল শার্লক হোমস।

বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে স্ত্রী-কে লন্ডন ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল এমন একটি ব্যাপারে যা আমাদের দাম্পত্য জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা বিঘ্নিত করতে চলেছিল। বাড়িতে বউ না থাকায় একা টিকতে না পেরে চলে গেছিলাম বেকার স্ট্রিটের পুরোনো ঘরে—আটদিনের জন্যে। বিনা মন্তব্যে অভিনন্দন জানিয়েছিল শার্লক হোমস। কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত করেনি। এই ওর স্বভাব। অযথা কৌতূহল দেখায় না। পরের দিনটাই কিন্তু শুরু হল অশুভভাবে। দুর্লক্ষণযুক্ত দিন। আমার কপাল।

মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল সেদিনের তুষারশীতল আবহাওয়ায়। সকাল থেকেই জানলায় চেপে বসেছিল হলুদ-বাদামি কুয়াশা। লম্ফ, গ্যাস-জেট আর অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল সর্বক্ষণ। সেই আলোয় চকচক করছিল ব্রেকফাস্ট টেবিল। তখন দুপুর, অথচ এঁটোকাঁটা তখনও সাফ করা হয়নি। খিটখিটে মেজাজে ছিল শার্লক হোমস। একটু উদাস। ইঁদুর-রঙিন ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল হাতল-চেয়ারে। দাঁতের ফাঁকে চেরি কাঠের পাইপ। খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে ব্যঙ্গ-মন্তব্য বর্ষণ করে যাচ্ছে আপন মনে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে?'

ও বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, কুখ্যাত ব্লেসিংটন কেসের[১] পর থেকেই জীবনটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে—উত্থান-পতন একেবারেই নেই।'

আমি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই, 'হে বন্ধু, তুমি কিন্তু অতি-উদ্দীপ্ত হয়ে রয়েছ। স্মরণ রাখার

[১] 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট' গল্প দ্রষ্টব্য।

মালাক্কা বেতের ভারী ছড়ি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক ঘা মেরেছিল ঘড়ির ঢাকনিতে।

যখন এসেছে, তখন বেঁচে গেলেন। মিস সিলিয়া ফরসাইথ হাজির থাকলেই দ্রুত সেরে উঠবেন।'

মিনিট কয়েক পরে রৌদ্রস্নাত শিশিরসিক্ত ঘাস মাড়িয়ে যখন হেঁটে চলেছি হরিণ-উদ্যান দিয়ে, শার্লক হোমস বললে, 'ছোট্ট এই কেসের বিবরণ যখন লিখবে, কৃতিত্ব দিও যথা জায়গায়।'

'কৃতিত্ব তো তোমার?'

'না, বন্ধু, না। নাটকের শেষ দৃশ্য স্বস্তির কারণ হয়েছে শুধু একটাই কারণে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাড়ি তৈরির শিল্পকলা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। ফায়ারপ্লেসের ওপরের পাথরের ঢাকনিটার বয়স দু-শো বছর। কিন্তু এত শক্ত যে ইয়ং ম্যানের মুণ্ডুটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি—বিস্ফোরণ আগলেছে বুক পেতে—নিজে ভাঙেনি। ফলে, ভাগ্য সদয় হলেন রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডিউকের ক্ষেত্রে, আর সুনাম বাড়ল বেকার স্ট্রিটের শার্লক হোমসের।'

প্রথম প্রকাশ : ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৫২, লাইফ ম্যাগাজিন

কাহিনিসূত্র : *From time to time I heard some vague account of his doings: of* ***his summons to Odessa in the case of the Trepoff murder****, of his clearing up of the singular tragedy of the Atkinson brothers at Trincomalee, and finally of the Mission which he had accomplished so delicately and successfully for the reigning family of Holland.* —ওয়াটসন, 'এ স্ক্যানডাল ইন বোহেমিয়া'।

ঘটনার সময়কাল : ১৮৮৭ সালে ১৬ নভেম্বর, বুধবার থেকে ২৩ নভেম্বর, বুধবার

এই বছরে অন্যান্য শার্লক হোমসের কেস ডায়েরি :

১) 'দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস'—সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭

২) 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নোবেল ব্যাচেলার'—১৮৮৭

৩) 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব রেইগেট স্কোয়ারস'—১৮৮৭

৪) 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ড হান্টার'—১৮৮৭ (এই বইয়ের অন্য গল্প)

৫) 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড উইডো'—৩০-৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ (এই বইয়ের অন্য গল্প)

শীর্ষচিত্র : সিডনি প্যাগেট, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

অন্যান্য চিত্র : অ্যাডলফ হলম্যান, লাইফ ম্যাগাজিন, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৫২

কাঞ্চন যন্ত্রের কাহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ড হান্টার্স]

'মিস্টার হোমস, এ মৃত্যু ঘটেছে দেবতার অভিশাপে!'

বেকার স্ট্রিটের ঘসে বসে অনেক অত্যাশ্চর্য বিবৃতি শুনেছি, কিন্তু এহেন স্টেটমেন্ট কখনও কানে প্রবিষ্ট হয়নি। কথাটা বললেন, রেভারেন্ড মিস্টার জেমস অ্যাপলে।

নোট-বই না খুলেই বলতে পারি, সেই দিনটা ছিল ১৮৮৭ সালের এক মনোরম গ্রীষ্ম-দিবস। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে পৌঁছেছিল একটা টেলিগ্রাম। শার্লক হোমস তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়েই অসহিষ্ণু স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে টেলিগ্রাম নিক্ষেপ করেছিল আমার দিকে। টেলিগ্রামের বয়ান খুবই পরিষ্কার। গির্জে সংক্রান্ত ব্যাপারে রেভারেন্ড জেমস অ্যাপলে সেই সকালে বেকার স্ট্রিটে আসবেন। হোমস যেন তার জন্যে দয়া করে অপেক্ষা করে।

তারপরেই হোমস বললে রুক্ষ গলায়, ব্রেকফাস্টের পরে বরাদ্দ পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে—'ওয়াটসন, আর তো সওয়া যাচ্ছে না। পাপ পুণ্য নিয়ে কী ভাষণ দেওয়া যায় গির্জেতে, সেই উপদেশ দিতে হবে এখন! বুক দশ হাত হচ্ছে ঠিকই—কিন্তু অসহ্য লাগছে।

লেসট্রেড, ভগবান তোমাকে একটা মস্ত গুণ দিয়েছেন।

অন্তর্ভেদী কঠিন চাহনি দিয়ে গেঁথে রয়েছে মিস্টার অ্যাপলে-কে! ওঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে। এখন কণ্ঠে জাগ্রত হল সবিস্ময় গজরানি।

হেদিয়ে পড়া স্বরে বললে হোমস, 'লেসট্রেড, ভগবান তোমাকে একটা মস্ত গুণ দিয়েছেন। চিত্ত বিমোহন নাটক ঘটিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে পারো যথাসময়ে।'

গ্যাসোজেন-এর পাশে টুপি রাখতে রাখতে বললে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ, 'তখন কিছু কিছু লোকের পরিস্থিতি সঙ্গিন করে তুলি। পুরুতমশায় যখন এসে গেছেন, তখন সমারসেট-এর ছোট্ট খুন সম্পর্কে যা জানবার তা জেনে ফেলেছেন। প্রতিটি ঘটনা অতিশয় প্রাঞ্জল—সাইনপোস্টের মতো দেখিয়ে দিচ্ছে একজনকেই—তা-ই নয় কি, মিস্টার হোমস?'

হোমস বললে, 'দুর্ভাগ্যক্রমে, সাইনপোস্ট বস্তুগুলোকে অনায়াসে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়

ছাতা-পূজারির অ্যাডভেঞ্চার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য হাইগেট মির‍্যাকল]

বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে বসে অনেক অদ্ভুত টেলিগ্রাম পেতে আমরা অভ্যস্ত। একটা টেলিগ্রাম এসেছিল বিচিত্র এক কেসের সূচনা স্বরূপ—যে কেস মিস্টার শার্লক হোমসের কেসপঞ্জির মধ্যে অতুলনীয় স্থান দখল করে থাকবে চিরকাল।

ডিসেম্বরের এক হিমশীতল অপরাহ্ণে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক অন্ধকার হয়েছিল। রিজেন্ট পার্কে[১] বেড়াচ্ছিলাম হোমসের সঙ্গে। কথা হচ্ছিল আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে—যা শুনিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না পাঠককে। চারটে নাগাদ ফিরে যখন এলাম আরামপ্রদ বসবার ঘরে, মিসেস হাডসন এলেন একগাদা চা-জলখাবার নিয়ে—সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম। শার্লক হোমসের নামে। বয়ানটা এইরকম :

'ছাতা পূজা করে, এমন পুরুষ জীবনে দেখেছেন? স্বামীরা অসঙ্গত হয়। সন্দেহ হচ্ছে, হিরে নিয়ে ছলচাতুরি চলছে। চা-পানের সময়ে আসব। মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজার।'

শার্লক হোসের কোটরাগত চোখে আগ্রহদ্যুতির ঝিলিক দেখে আমার খুব আনন্দ হল।

---

[১] লন্ডনের রয়্যাল পার্কগুলির মধ্যে একটি। ২২১বি বেকার স্ট্রিটের কাছেই রয়েছে এই পার্ক।

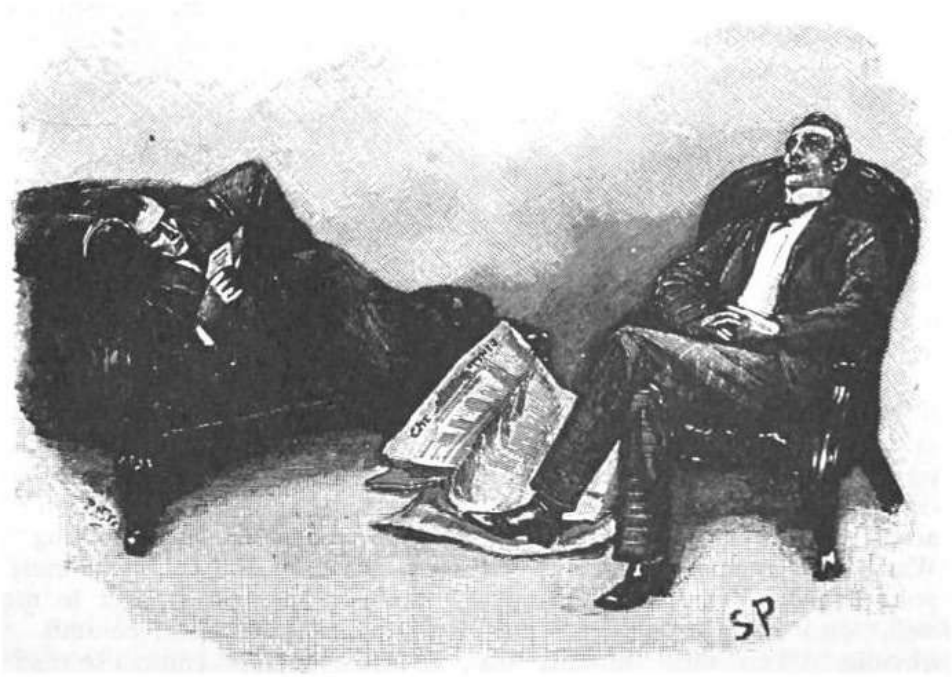

অদৃশ্য ছোরার কারসাজি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যাক ব্যারোনেট]

'হোমস, তুমি ঠিকই বলেছ। শরৎকালটা অবসাদ এনে দেওয়ার ঋতু। কিন্তু তোমার এখন কিছুদিন ছুটিতে থাকা দরকার। গাঁয়ে গিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখা দরকার যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই জানলা থেকে।'

বন্ধুবর শার্লক হোমস হাতের বই বন্ধ করে অবসন্ন চোখে তাকিয়েছিল জানলা দিয়ে বাইরে। আমরা তখন ছিলাম ইস্ট গ্রিনস্টেড[১]-এর কাছে একটা সরাইখানায়। দু-জনেই বসেছিলাম প্রাইভেট বসবার ঘরে।

হোমস বললে ওর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ-বঙ্কিম স্বরে, 'কাকে দেখতে বলছ ওয়াটসন? চাষি, না, মুচিকে?'

জানলা দিয়ে দেখেছিলাম, একটা বাজারের গাড়িতে চালকের আসনে বসে রয়েছে এক ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে এক চাষি। গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে মাথা নীচু করে একজন বয়স্ক পুরুষ। দেখে বুঝলাম, খেটে খায় এমন একজন।

---

[১] ইংল্যান্ডের পূর্ব সাসেক্সের একটি শহর।

কিউরিও কক্ষের রহস্য

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিলড রুম]

নোট-বইতে দেখলাম ১৮৮৮ সালের[১] ১২ এপ্রিল আমার স্ত্রী-র সামান্য একটু ঠান্ডা লেগেছিল। বন্ধুবর শার্লক হোমস ঠিক সেই সময়ে নাটকীয়ভাবে একটা জটিল প্রহেলিকার সমাধান করে দিয়েছিল।

এই সময়ে আমি ডাক্তারি করছিলাম প্যাডিংটন[২] এলাকায়। একদিন সকাল আটটায় নীচের তলায় চেম্বারে সবে নেমেছি, এমন সময়ে বেজে উঠেছিল রাস্তার দিকের দরজার ঘণ্টা।

এমন সময়ে ছোটোখাটো রোগ নিয়ে কেউ আসে না। তাই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখেছিলাম এক সুন্দরী যুবতীকে।

মুখের ওড়না খুলতে খুলতে বলেছিল, 'ডক্টর ওয়াটসন?'

'আমি।'

---

[১] ১৮৮৮ সালে এ ছাড়া আরও সাতটি কেসের বৃত্তান্ত লিখেছেন ওয়াটসন। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই ২০ মার্চ বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারি কেসে জড়িয়ে পড়েছিলেন হোমস।

[২] সেন্ট্রাল লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার শহরের একটি জায়গা।

জল্লাদের কুঠার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব ফাউলকেস রথ]

'ব্যাপার খুবই অদ্ভুত,' 'দৈনিক টাইমস'[১] পত্রিকা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললাম আমি, 'তোমার পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল ফ্যামিলির।'

জানলার সামনে থেকে সরে এসে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে জবাবটা দিল বন্ধুবর শার্লক হোমস, 'ফাউলকেস রথ রহস্য নিয়ে মুখ খুলেছ নিশ্চয়। পড়ো এই চিঠিটা। পেয়েছি ব্রেকফাস্টের ঠিক পরেই।'

ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে ঈষৎ হলুদ রঙের একটা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল হোমস। টেলিগ্রামের কাগজ। এসেছে সাসেক্সের ফরেস্ট রো[২] থেকে। তাতে যা লেখা আছে, তা এই:

'অ্যাডলটন ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সোয়া দশটার সময়ে দেখা করতে চাই। ভিনসেন্ট।'

---

[১] লন্ডনের দৈনিক সংবাদপত্র, ১৭৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

[২] ইংল্যান্ডের পূর্ব সাসেক্সের উইল্ড এলাকার একটি গ্রাম। 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্ল্যাক পিটার' গল্পে শার্লক হোমস এই গ্রামে গিয়েছিলেন ক্যাপটেন পিটার কারে-র মৃত্যুর তদন্ত করতে।

পদ্মরাগ প্রহেলিকা

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব অ্যাব্বাস রুবি]

নোটবই খুলে দেখছি, ১৮৮৬ সালের শীতের সময়ে প্রথম প্রবল তুষারঝটিকা দেখা গেছিল নভেম্বর মাসের দশম রজনীতে। আকাশের মুখ অন্ধকার ছিল সারাদিন। অসহ্য হয়ে উঠেছিল শৈত্য প্রবাহ। দামাল হাওয়া আছড়ে আছড়ে পড়েছিল জানলার কাচে। বিকেল হতে না-হতেই মনে হয়েছিল যেন সন্ধে নেমে এসেছে। রাতের অমানিশাকে ঠেকিয়ে রাখতে বৃথাই বেকার স্ট্রিটের রাস্তায় জ্বলে উঠেছিল একটার পর একটা স্ট্রিট-ল্যাম্প। তার পরেই হুহুঙ্কারে ধেয়ে এল তুষার ঝঞ্ঝার প্রথম বাহিনী। জনহীন পথেঘাটে উন্মত্ত অট্টহাসি হেসে তাণ্ডব নৃত্য নেচে গেল প্রলয়ঙ্কর হিম-হানাদার।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বন্ধুবর শার্লক হোমসকে নিয়ে ফিরেছিলাম ডার্টমুর থেকে অত্যাশ্চর্য সেই কেসের সুষ্ঠু সমাধানের পর—যে কেসের বৃত্তান্ত আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস' শিরোনামায়। এরপর বেশ কয়েকটা অপরাধ রহস্য বন্ধুবরের গোচরে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনোটাতেই উৎসাহিত বোধ করেনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির নিপুণ জটাজাল বিস্তারের সুযোগ না থাকায়—মানসিক দক্ষতা প্রকাশের অবকাশ যেখানে ক্ষীণ, সেখানে ওর মন উদ্দীপিত হতে চায় না। যুক্তিবিজ্ঞান আর অবরোহ মতে